চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে পাঠানো হলো ভোটের মালামাল

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মোট ৩৫৪ টি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনি সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

বুধবার নিজ নিজ আসনের উপজেলা পরিষদ থেকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের এ সকল সরঞ্জামাদি প্রদান করেন। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনে ১৮০ টি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ১৭৪ টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, অমোচনীয় কালি, সীলপ্যাড ও সীলসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নানা নথিপত্র হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯১টি, জীবননগর উপজেলায় ৫৯টি এবং আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১১২টি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের এ সকল নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উপজেলা পরিষদ থেকেই আনসার সদস্যদেরকে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়। সদর উপজেলার ২২২ জন আনসার সদস্যকে ১টি শটগান ১০টি রাবার বুলেট ১০টি সীসা বুলেট এবং ১টি বুলেট ক্যারি ব্যাগ প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত আরা জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২ টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে কেন্দ্রের নিরাপত্তায় কঠোর অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তিনি জানান, জেলার দুটি সংসদীয় আসনে ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের সাথে থাকবে সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ব্যাটেলিয়ান ও র্যাব।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের ভোট কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতেও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

আবেদন করেননি কারাবন্দি আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের ২১

প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার সকালে জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ২১ জন প্রার্থীর মাঝে তাদের নিজ নিজ প্রতীক তুলে দেওয়া হয়।

প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলো । প্রতীক হাতে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রার্থীরা। তারা আশা প্রকাশ করেন, অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঝিনাইদহ ৪টি সংসদীয় আসনের বরাদ্দকৃত প্রতিকেরে প্রার্থীরা হলেন-

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা, সংসদীয় আসন-৮১):
মো. আসাদুজ্জামান- ধানের শীষ (বিএনপি), আবু ছালেহ মোঃ মতিউর রহমান- দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মো. মতিয়ার রহমান- ঈগল (এবি পার্টি), মো. সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া- কাঁচি (বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট লীগ-মার্কসবাদী), মনিকা আলম- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু, সংসদীয় আসন-৮২):
মো. আব্দুল মজিদ- ধানের শীষ- (বিএনপি), আলী আজম মোঃ আবু বকর-দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), আসাদুল ইসলাম- মই (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ), মো. আবু তোয়াব- কাঁস্তে (সিপিবি), এইচ এম মুমতাজুর রহমান- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), সাওগাতুল ইসলাম- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর, সংসদীয় আসন-৮৩):
মোহাম্মদ মেহেদী হাসান- ধানের শীষ (বিএনপি), মো. মতিয়ার রহমান-দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মাওঃ সরোয়ার হোসেন- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও সুমন কবির- ট্রাক (গণঅধিকার পরিষদ)।

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদরের ৪টি ইউনিয়ন, সংসদীয় আসন-৮৪):
মো. রাশেদ খাঁন- ধানের শীষ (বিএনপি), মো. আবু তালিব – দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মো. সাইফুল ইসলাম ফিরোজ- কাপ পিরিচ (স্বতন্ত্র), আব্দুল জলিল- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন

বাংলাদেশ), মনিয়া খানম- উদীয়মান সূর্য (গণফোরাম), এমদাদুল ইসলাম (বাচ্চু)- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতীক বরাদ্দের সময় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্ততি নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে যাচাই-বাছাই শেষে সকল মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সকল প্রার্থীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই শেষে আসন দুটির ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করা হয়।

গত সোমবার সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ছয়জন এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ,

জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুজন প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও জহুরুল ইসলাম, এবি পার্টির প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং এনসিপির প্রার্থী মোল্লা ফারুক এহসান।

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও বিজিএমইএ সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী নুর হাকিম, এবি পার্টির জেলা আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. জহুরুল ইসলাম।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় যে কোন একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল বলে গণ্য হবে মর্মে জানানো হয়।

এর আগে, সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনেই ১১ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলে হলফনামা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। চুয়াডাঙ্গা-১ (৭৯) ও চুয়াডাঙ্গা-২ (৮০) আসনের সকল প্রার্থীর হলফনামা যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। তাই সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর দুজন মনোনয়ন দাখিল করেন, দুটি মনোনয়পত্রই বৈধ হয়েছে। যেহেতু একই আসনে একই দলের দুজন প্রার্থী হতে পারবেন না। তাই প্রত্যাহারের শেষ সময়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল হবে।’

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ঘোষিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে (চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা) মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে (জীবননগর, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর

মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।

মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ

অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

আমার বক্তব্য খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–আব্দুল মান্নান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়ে এ জবাব দেন। এতে বলা হয়, তিনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেননি। তার বক্তব্য খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করে অভিযোগ করা হয়েছে।আর যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন।

আজ শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২-এর বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় শোকজের উত্তর দেন প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মনোনীত প্রতিনিধিরা। এ সময় প্রার্থীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী এবং আইনজীবী হিসেবে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের উত্তরে আব্দুল মান্নান আরও বলেছেন, আমি কোন জনসভা করি নাই। আমি আগে ৩ বার নির্বাচন করে দুইবারই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আমার বাড়ি ঐ ইউনিয়নে হাওয়াতে গত ১ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আসার পথে আমি সিরাজ মেম্বরের দোকানের সামনে জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। এ সময় আমি বিএনপি-জামায়াতের হরতাল অবরোধের সমালোচনা করেছি। তাদের উদ্দেশ্যে করে বলেছি, যারা ভোট চোর তারা এবার নির্বাচনের অংশগ্রহণ করছে না। কোন ভোট চোর নির্বাচনে জিততে পারবে না বুঝতে পেরে এবার তারা ভোট করছে না। প্রধানমন্ত্রী চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এজন্যই আমি এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি।

ইতোপূর্বে গত ১০ ডিসেম্বর বুধবার মেহেরপুরের সংসদীয়-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজ নোটিশে বলা হয়েছিলো, আপনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর উপজেলা) আসন থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এসএম ইব্রাহিম শাহীন মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটিতে লিখিত অভিযোগ করেছেন, সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হয়েও আপনি গত শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) আমঝুপি বাজারে সিরাজ মেম্বারের সারের দোকানের সামনে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য প্রদান করেছেন। আপনি বক্তব্য প্রদানকালে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ও আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটচোর বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ৭২টি আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ। সেখানে বেশ কয়েকজন বর্তমান সংসদ সদস্য বাদ পড়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) দলটির সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এসব প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে শুরু হয় সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার তথ্য জানান। চুড়ান্ত হওয়া ৭২ টি আসনের মধ্যে রয়েছে রংপুরের ৩৩টি ও রাজশাহীর ৩৯টি আসনের মনোনয়ন।ধাপে ধাপে বাকি বিভাগগুলোর প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে।ধারাবাহিক এই বৈঠক চলবে শনিবার (২৫ নভেম্বর) পর্যন্ত। এবং আগামী ২৫ নভেম্বর আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করা হবে।